দর্শনার পরানপুরে যুবকের গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা

দর্শনা উপজেলার পরানপুর গ্রামে এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত গভীর রাতের কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম আসানুল ইসলাম ওরফে রাজা মিয়া (২৫)। তিনি পরানপুর গ্রামের জামিরুল ইসলামের ছেলে। জানা গেছে, গভীর রাতে তিনি মায়ের দেওয়া ভাত না খেয়েই ঘরের আড়ার সঙ্গে গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর সময় তার মোবাইল ফোনে ভিডিও চালু ছিল এবং কানে হেডফোন লাগানো ছিল।

নিহতের মা রোজিনা খাতুন জানান, তিনি রাতে ছেলের খাটের পাশে ভাতের থালা রেখে আসেন। থালায় ছিল ভাত, পালন শাক ও এক টুকরা মাছ। সকালে দেখা যায়, ভাতের থালাটি যেভাবে রাখা হয়েছিল, সেভাবেই অক্ষত ছিল।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিবারের সদস্যরা রাজার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে মরদেহটি নামিয়ে দর্শনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে বেলা ১১টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
এ ঘটনার পর জামিরুল ইসলামের বাড়িতে শত শত মানুষ ভিড় করেন। নিহতের স্ত্রী রেশমা খাতুন বলেন, রাতে আমার সঙ্গে সে ভালোভাবেই কথা বলেছে। কোনো অস্বাভাবিক কিছু বুঝতে পারিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজা মিয়া ঢাকায় একটি ট্রান্সপোর্টে চাকরি করতেন। তবে গত কোরবানির ঈদে বাড়িতে এসে আর ঢাকায় ফিরে যাননি। তিনি বর্তমানে বেকার ছিলেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সুলতান মেহমুদ জানান, নিহতের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কিছু পারিবারিক ঝামেলা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং পরে দাফন সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা বন কর্মকর্তার উদাসীনতা অন্তিম পর্যায়ে; কর্তব্যের গাফিলতি

আলমডাঙ্গা বন কর্মকর্তার উদাসীনতা অন্তিম পর্যায়ে।পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও কর্তব্যের গাফিলতি। নওলামারী গ্রামে তদন্তের স্বার্থে একনজর দেখার সময় নেই। এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েছে।সরেজমিনে সাংবাদিকরা গেলে তাদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারি গ্রামে জিকে খালের সরকারি গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রবাস ফেরত ব্যক্তি ও স্থানীয় দুই বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার দিনভর খালের ওপর থাকা মূল্যবান মেহগনি, বাবলা ও সেগুনগাছ কেটে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্বানীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা হলেন নওলামারি গ্রামের আব্দুল মল্লিকের ছেলে হাজি মতিয়ার, দারুল বিশ্বাসের ছেলে প্রবাস ফেরত লালন এবং বিশারত বিশ্বাসের ছেলে ফরিদুল মাস্টার।

স্থানীয়রা জানান, কাটা গাছের একটি অংশ বাড়ির আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিছু গাছ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। হাজি মতিয়ার গাছ কাটার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, গাছের ছায়ার কারণে জমিতে চাষের শস্যের ফলন কমে যাচ্ছিল। তাই গাছ কেটে বিক্রি করেছি।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য ভিন্ন। তাঁরা জানান, কয়েক মাস আগে বিদেশ থেকে ফিরে লালন অর্থ ও প্রভাব খাটিয়ে জিকে খালের সরকারি গাছ কেটে ফেলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক ফরিদুল মাস্টার। তাঁরা দুজনই প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বন বিভাগের কর্মকর্তা এ কে এস আতাএলাহী বলেন,

বিষয়টি আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করা হবে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে শিক্ষক কর্তৃক মাদ্রাসা ছাত্র বলাৎকার

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমী মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষককে গণধোলাই পর পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত মাদরাসা শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আরাফাত হোসেন শিশির (২৫) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মল্লিক পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে। গতকাল শনিবার বেলা আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে মাদরাসা প্রাঙ্গনে এই গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে। পরে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হেফাজতে নেন।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মাওলা আরাফাত হোসেন শিশির একই মাদরাসার নাজেরা বিভাগের ছাত্র (১২)কে ফুঁসলিয়ে বিভিন্ন সময়ে বলাৎকার করে আসছিল। ঐ মাদ্রাসা ছাত্র বাড়িতে ছুটিতে গিয়ে আর মাদ্রাসায় ফিরে আসতে না চাইলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়। পরে সে পরিবারের লোকজন কে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খুলে বলেন।

গতকাল শনিবার বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন মাদরাসায় গিয়ে ওই শিক্ষককে উত্তম মাধ্যম গণধোলাইয়ের পর একটি কক্ষে আটকে রাখেন। পরে থানা পুলিশকে খবর দেয়া হয়। থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত কে হেফাজতে নেন। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলেও জানাগেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ৯৯৯ লাইনে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রীয়াধীন।

দর্শনা মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচির উঠান বৈঠক

দর্শনা মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল ১১টায় কালিদাসপুর আদীবাসী পাড়ায় পূজা মন্ডপের সামনে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে নিবার্চিত ১৭ জন নারী ও পুরুষ অংশ নেয়। এছাড়া আজ শনিবার থেকে প্রথম ধাপে ১০ এবং দ্বিতীয় ধাপে ৭জনকে আরো বিনামূল্যে সেমি পাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেওয়া হবে বলে নিবার্হী পরিচালক জানান।

স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয় আলোচনা করেন, সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আতিকুজ্জামান পান্না ও মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার মকবুল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, জিল্লুর রহমান।

দামুড়হুদা বাজারে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ

আসন্ন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার দামুড়হুদা বাজার এলাকায় উপজেলা বিএনপির সংগ্রামী

সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর নেতৃত্বে এ প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পথচারীদের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রচারণাকালে উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, বিএনপি নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল ইসলাম, আব্দুস সালামসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ এ সময় বলেন, জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। প্রচারণাকালে সকল স্তরের দলীয় নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

জয়রামপুর স্টেশনের সংস্কার ও সাগরদাঁড়ী-কপোতাক্ষ ট্রেনের স্টপেজ দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেলস্টেশনের সংস্কার, সাগরদাঁড়ী ও কপোতাক্ষ ট্রেনের স্টপেজ চালু, স্টেশন মাস্টার ও গেটম্যানসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্রেন চলাচল পুনর্বহালের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টায় জয়রামপুর রেলস্টেশন চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে জয়রামপুরসহ আশপাশের এলাকার সর্বস্তরের মানুষ

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় চলাকালে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আপ কপোতাক্ষ ট্রেনটি মানববন্ধনকারীরা জয়রামপুর স্টেশনে সাময়িকভাবে থামিয়ে দেন। এ সময় ট্রেনের পরিচালক কর্মসূচিকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দাবিসমূহ সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

পরবর্তীতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হলে কর্মসূচি স্থগিত করেন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়। এ ঘটনায় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।

বক্তারা বলেন, জয়রামপুর রেলস্টেশনটি এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্টেশন হলেও দীর্ঘদিন ধরে চরম অবহেলার শিকার। স্টেশনে নিয়মিত ট্রেন না থামায় শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, কৃষক ও সাধারণ যাত্রীদের প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, সাগরদাঁড়ী ও কপোতাক্ষ ট্রেনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ চালু হলে এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, স্টেশনে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় নিরাপত্তা ও যাত্রীসেবায় মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। দ্রুত সংস্কার ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।

মানববন্ধনের আয়োজন করে দামুড়হুদাবাসীর পক্ষে জয়রামপুর ট্রেন সুবিধা সংরক্ষণ কমিটি।

দর্শনা সীমান্তে ১৪ ভারতীয়

নাগরিকের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ

একই পরিবারের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধা ও শিশুসহ মোট ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে ভারতীয় বিএসএফ জোরপূর্বক বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়েছে বলে অভিযোগ করছে ভুক্তভোগীরা। গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে তারা।

জানা গেছে, অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগেশ্বরপুরের বাসিন্দা। তারা মুসলিম পরিবারের হওয়ার কারণে তাদেরকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভারতীয় এই নাগরিরা।

তবে শুক্রবার সকালে বাংলাদেশর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সীমান্তে প্রবেশের পর আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে পরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে স্হানীয়রা তাদের কথা শুনে সাময়িক ভাবে খোলা স্থানে তাবু করে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং খাবার ও শীতের বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেন। পরে বিষয়টি সন্ধ্যার পর জানাজানি হলে স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনা স্থলে পৌঁছে তথ্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ, বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অনুপ্রবেশকারী ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা জন্মসূত্রে ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার বাবা ছোট বেলায় আমার দাদার সাথে ভারতে চলে আসে। এরপর তিনি ভারতেই বড় হয়েছেন এবং আমাদের জন্মস্থান ভারতেই, আমরা ভারতীয় নাগরিক, আমাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড আছে কিন্তু ভারতীয় পুলিশ জোরপূর্বক সেগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমরা সকলেই মুসলিম মোট ১৪ জন সদস্য একই পরিবারের পুরুষ ৫ জন, মহিলা ৫ জন, বাচ্চা ৪ জন।

ভারতীয় ১৪ জন নাগরিক হলো, ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের একই পরিবারের বাসিন্দা মৃত খাদিম খা’র মেয়ে গুলশান বিবি (৯০), মৃত শেখ হারুনের ছেলে শেখ জব্বার (৭০), মৃত শেখ হোসেনের মেয়ে আলকুম বিবি (৬৫), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ উকিল (৪০), মৃত শফিক খানের মেয়ে সাবেরা বিবি (৩৫), শেখ উকিলের মেয়ে শাকিলা খাতুন

(১১), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ হাকিম (৪৫), মৃত শেখ ইসরাফিলের মেয়ে সামসেরি বিবি (৪০), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ রাজা (৩০), মৃত শেখ আলিমের মেয়ে মেহেরুন বিবি (২৫), শেখ রাজার মেয়ে নাসরিন পারভিন
(১২) এবং দুই ছেলে শেখ তৌহিদ (১১) ও শেখ রহিদ (০২) এবং শেখ জব্বারের ছেলে শেখ বান্টি (২৮)।

আলমডাঙ্গায় টেন্ডার ছাড়াই ওয়াপদার গাছ কেটে সাবার - এলাকাবাসীর ক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় বিনা টেন্ডারে ওয়াপদার গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কর্তৃপক্ষের নজর নেই। এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারী গ্রামে বিনা টেন্ডারে ওয়াপদা বিভাগের গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় মাটির রাস্তা পাকা করার অজুহাতে রাস্তার ধারে থাকা সরকারি গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এলাকাবাসী জানান, রাস্তা উন্নয়নের কাজের কথা বলে কিছু জমির মালিক ও দুর্বৃত্তচক্র রাস্তার পাশে থাকা মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব গাছ কাটার বিষয়ে কোনো ধরনের টেন্ডার প্রক্রিয়া বা সরকারি অনুমোদনের কথা জানা যায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ওয়াপদা বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, গাছ কাটার বিষয়ে তারা তেমন কিছু জানেন না। বিষয়টি তাদের নজরে নেই বলেও দাবি করেন সংশ্লিষ্টরা। তবে ওয়াপদার কয়েকজন অসৎ কর্মকর্তা, কর্মচারী জড়িত আছে বলে সংবাদ চাউর হয়েছে।

এদিকে, এভাবে সরকারি গাছ কেটে নেওয়ায় পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। পাশাপাশি সরকারি সম্পদ লুটপাটের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসী দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা বলেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও সরকারি সম্পদ এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন (BHRC) আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার উদ্যোগে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্তকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় আলমডাঙ্গা শাখা কার্যালয়ে এই সভা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিগত সময়ে শাখার পক্ষ থেকে সফলভাবে পরিচালিত কম্বল বিতরণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আসন্ন দিনগুলোতে উপজেলা ব্যাপী অসহায় ও দুস্থ মানুষের তালিকা প্রণয়ন এবং মানবাধিকার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে একটি বার্ষিক পঞ্জিকা তৈরির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরাফত রাসেলের মাতার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি খাইরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরাফত রাসেল, শিক্ষা সম্পাদক আহসান কবির বকুল, দপ্তর সম্পাদক

সাইদুল ইসলাম, সহ দপ্তর সম্পাদক জাহিদ হাসান, সদস্য আলী আব্বাস ডন ও ইমরানসহ শাখার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের পরীক্ষায় আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৬৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ৯৩১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে বলে কতৃপক্ষ জানান।

আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ নূর মোহাম্মদ টিপু র তত্বাবধানে পরীক্ষার সার্বিক ব্যাবস্হাপনায় ছিলেন, ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব ডাঃ মো আব্দুল্লাহ আল মামুন। কেন্দ্র সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, সহকারী অধ্যাপক ডঃ আব্দুর রহমান। পরীক্ষায় স্হানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর প্রতিনিধি সহ স্হানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

স্হানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা প্রবাসী বিজ্ঞানী মো মাসুদ পারভেজ, আলমডাঙ্গা, প্রবীণ সাংবাদিক শাহ আলম মন্টু, সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম, সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রধান শিক্ষকগণ

আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি রহমান মুকুল, আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো আব্দুল্লাহ আল মামুন, আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মো সিরাজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো নাহিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক এন এইচ শাওন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি

বশিরুল আলম, বাংলাদেশ মানবিকার কমিশন এর সভাপতি মো আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক মো খাইরুল ইসলাম।

রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গার সহকারী সেক্রেটারি এ্যাড মাসুদ পারভেজ রাসেল,জেলা আইন সম্পাদক দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আমির মো শফিউল ইসলাম বকুল, সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন, পৌর জামায়াতের আমির মাহের আলী।